International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VII, August 2016, Page No. 15-19
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

ইকবাল ও রাধাকৃষ্ণণের দৃষ্টিতে মানুষের স্বরূপ–একটি বিশ্লেষণ

সুজিত কুমার মন্ডল
সহকারি অধ্যাপক, বোলপুর কলেজ, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

To Iqbal Satta means ego. Ego is a continuous flow of work. There is no possibility of discontinuity in ego. Radhakrishnan also pointed out two sides of a man: one is the finite side and other is the infinite side. Self-conciousness is one side of spirituality. Man is bounded by this self-conciousness. This self-conciousness determines the future of man. Man's real character comes out from the self-conciousness. In this paper I will discuss the views, thoughts, opinions and remarks of Iqbal and Radhakrishnan on Man.

বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে পৃথিবীতে আসে জীব-জগত। এই জীব-জগতের কোন এক পর্বে আবির্ভাব ঘটে মানুষের। বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের পরিচয় অন্যান্য প্রাণীর মত একটি প্রাণীরূপে। কিন্তু এই পরিচয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। নিজের প্রচেষ্টায় জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণীরূপে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জৈবিক বিবর্তনের পূর্ণতা এসেছে মনুষ্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মানুষের যথার্থ স্বরূপ কী? -এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বহু শতাব্দী কেটে গেছে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর আজও অধরা। দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণ নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। এই প্রবন্ধে আমি মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিক ইকবাল ও রাধাকৃষ্ণের মত আলোচনা করব।

ইকবালের দর্শনে মানুষের ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে একাধারে ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের ধারণার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তিনি ব্যক্ত করেছেন কোরান অনুসরণে। সুফীদের আনাল-হক ধারণা ইকবালকে মানুষের ধারণা গঠন করতে সাহায্য করেছে। তিনি মনে করতেন মানুষের জীবন নানা অভিজ্ঞতার সমন্বয় এবং তিনি 'আত্মা' বা 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন নানা অভিজ্ঞতার একটি একক হিসাবে, এই এককটিকে তিনি মানুষের সত্তারূপে কল্পনা করেছেন, ইকবাল সত্তা বলতে 'আমিত্ব'কেই (ego) বুঝিয়েছেন।[১] প্রশ্ন হল আমিত্ব বলতে আমরা কি বুঝি? 'আমি' শব্দটাই আমরা অহরহ বলে থাকি। তাকেই আমরা আমিবলি যা কোন মানুষের ক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে। এই আমিকে আমরা দেহ থেকে পৃথক বলেও চিন্তা করি। সম্ভবত এই কারণেই আমি বলতে দেহ থেকে পৃথক 'আত্মা' বা মন বলে পৃথক সত্তার কথা ভাবি।[২]

ইকবাল 'আমি'কে ব্যক্তির মধ্যে একত্বের মূলতত্ত্ব বলে (Principal of Unity) বর্ণনা করেছেন। তিনি আমিকে দেহের বিপরীত বলেননি, তিনি 'আমি' বলতে তাকেই বুঝিয়েছেন যা দেহের ক্রিয়ার মধ্যেও একত্ব গঠন করে। তিনি 'আমিত্ব'কে কিন্তু আত্মা বলেননি। কারণ ভারতীয় দর্শনে আত্মা কে দেহাতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আমিত্ব' মানুষের আবেগগত দিক ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে।[৩]

ইকবালের মতে কোরানে একক ব্যক্তিত্বে ও মানুষের অভিনবত্বে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোরাণে মানুষ সম্বন্ধে তিনিটি দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, মানুষ ভগবানের দ্বারা মনোনীত হয়, দ্বিতীয়ত, মানুষের নানা

দোষ থাকা সত্ত্বেও এই জগতে ভগবানের প্রতিনিধি এবং তৃতীয়ত, মানুষ হল মুক্ত ব্যক্তিত্বের ট্রাসটি- নিজের বিপদের জন্য মানুষ তাকে স্বীকার করে।[৪]

ইকবালের দর্শনে, আমিত্বের সত্যতাকে স্বীকার করা হয়েছে। যদি আমরা আমিত্বের সত্যতাকে স্বীকার না করি তাহলে আত্মা-বিরোধিতার দোষে দুষ্ট হবো। আমি নিজের মধ্যে যে আমি বর্তমান তাকে অস্বীকার করবো কি ভাবে। যদি অস্বীকার করি ত্যাহলে আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই নিজেকে স্বীকার করলেই 'আমিত্ব' কে স্বীকার করতেই হবে। আমিত্বের যথার্থ প্রকৃতিকে জানতে হলে গভীর অর্ন্তদৃষ্টির প্রয়োজন। মনোবিদ্যা আমিত্বেকে একটি প্রবাহ বলে বর্ণনা করে, যেখানে একের পর এক চিন্তা, অনুভূতির প্রবাহ ধারায় বয়ে চলে। মনোবিদ্যা আমিত্বের প্রকৃতিকে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না কারণ মনোবিদ্যা শুধুমাত্র আমিত্বের উপরিভাগের কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত। গভীর অর্ন্তদৃষ্টি আমাদের জানান দেয় যে, প্রবাহ ধারার অন্তরালে এক রকমের একত্ব (Unity) আছে। এই একত্ব হতে পারে মানসিক অবস্থাগুলির, কেননা কোন মানসিক অবস্থাই বিচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্বশীল হয় না। কারণ জগতের বস্তুগুলির মধ্যে যে একত্ব বর্তমান তার থেকে এই একত্ব পৃথক। কারণ জগতের বস্তুগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে পারে। মানসিক অবস্থাগুলি কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে পারে না। কখনো আমরা বলতে পারি না যে, আমার অনুভূতির সঙ্গে আমার চিন্তার কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের অন্তরের একত্বেরই বা মানসিক অবস্থাগুলির 'একত্ব'কেই 'আমিত্ব' বলা যায়। এই আমিত্বই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে। তিনি বলছেন "The finite centre of experience, therefore, is real, even though its reality is too profound to be intellectualized. What then is the characteristic feature of the ego? The ego reveals itself as a unity of what we call mental states. Mental states do not exist in mutual isolation. They mean and involve one another. They exist as phases of a complex whole, called mind. The organic unity, however, of these inter related states or, let us say, events is a special kind of unity. It fundamentally differs from the unity of a material thing; for the parts of a material thing can exist in mutual isolation. Mental unity is absolutely unique. We cannot say that one of my beliefs is situated on the right or left of my other belief."[৫]

ইকবালের দর্শনে আমরা লক্ষ্য করি শুধুমাত্র আমিত্বের মধ্যেই একত্ব বর্তমান। আমিত্বের ক্রিয়াকলাপ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। কোন বিষয় সম্পর্কে আমার আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র আমার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা এটা কখনই অন্যদের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে না, যদিও তারা বস্তুটিকে আমার আকঙ্ক্ষার বিষয়রূপে ভাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন ডাক্তারবাবু আমার পেট ব্যাথা সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার পেটের ব্যাথার অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারেন না। আমার সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ একান্ত ভাবে আমারই। আমিত্ব হল একটা নিরবিচ্ছিন্ন কর্মের প্রবাহ। আমিত্ব তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য দেহকে ব্যবহার করে। আমিত্ব কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকতে পারে না।

রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় পরম্পরার প্রতি অবিচল থাকার চেষ্টা করেছিলেন, এজন্য তিনি মানুষের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি জগতে মানুষকে দেখেছেন দৈহিক ও মনোবৈজ্ঞানিক একক ব্যক্তিত্ব হিসাবে। সহজাত প্রবৃত্তি, উদ্দেশ্য এবং উদ্যম দ্বারা মানুষের সত্তা নির্ধারিত হয়। সুতরাং তাঁর মতে মানুষ হল স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব, আত্মা-অতিক্রমণকারী এবং ভালবাসার সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক অদ্ভুত সত্তা।[৬]

রাধাকৃষ্ণণ একজন আধুনিক বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি মনে করতেন দৈহিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন বেমানান নয় বরং একে অপরের পরিপূরক। দৈহিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের কোন বিরোধ নেই। মানুষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর গভীর ধারণা ছিল। বিজ্ঞানের দয়ায় মানুষ আজ আদিম

মানুষের তুলনায় অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব উপকরণ আজ মানুষের হাতে। বিজ্ঞান মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিলাসী করে তুলেছে। গভীর ভাবে ভাবলেই বোঝা যাবে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেও মানুষ দুঃখী, অসুখী। ক্রমে ক্রমে মানুষ তার জীবনের স্বাদ হারাতে বসেছে। একঘেঁয়েমি জীবন মানুষকে গ্রাস করছে, মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। আমরা জীবনের আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। দিনে দিনে আমাদের সামাজিক জীবন যেন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, আমরা যেন একটা যন্ত্রের মত হয়ে যাচ্ছি। এই সচেতনতা তাঁকে মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মত রাধাকৃষ্ণণও মানুষের দুটি দিকের কথা বলেছেন। একটি হল মানব প্রকৃতির সসীম বা সান্ত দিক (Finite) অন্যটি হল মানবপ্রকৃতির অসীম বা অনন্ত দিক (Infinite)। মানুষের সান্ত দিকটি দৈহিক বলা হয়, তবে মানুষের দেহের দিকের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দেহের ক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা থাকে যা সহজেই নিজেকে অতিক্রম করে। তিনি একে 'আত্মার ক্রিয়া' বলে মনে করেছেন। প্রকৃতির আর পাঁচটা প্রাণীর থেকে মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষকে তার শ্রেণি চরিত্র দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। প্রকৃতির অন্য জীবের ক্ষেত্রে এমন কি কোন নিম্নশ্রেণির প্রাণীর শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণ করলে তার প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। কারণ মানুষের শ্রেণিচরিত্রের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট আছে এবং মানুষের চরিত্র জানলেই প্রকৃত মানুষকে জানা যায় না। সকল মানুষের মধ্যেই থাকে 'অভিনবত্ব', এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য একটা দিক থেকেও মানবত্মার ক্রিয়া অভিনব। মানুষ প্রকৃতির অন্য বিষয় থেকে পৃথক, এই জন্য মানুষ নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করে। মানুষ অন্ধভাবে কোন কিছু করে না। মানুষ পূর্ব থেকেই তার লক্ষ্য স্থির করে এবং সেই অনুযায়ী চলে। এই ক্ষমতা শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই রয়েছে। একে রাধাকৃষ্ণণ আত্ম প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গলাতেও একই সুর শোনা যায়। এখন আমরা মানুষের দুটি দিকের কথা আলোচনা করব।

মানবপ্রকৃতির সসীম বা সান্ত দিক : মানুষের দৈহিক দিকটিই সান্ত অবস্থার প্রতিনিধি। সান্ত দিকগুলি নির্ধারিত হয় জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যা ইত্যাদির দ্বারা। সান্ত দিকগুলির প্রকৃতিগত ব্যাখ্যা জীববিদ্যা, শরীরবিদ্যার দ্বারা পাওয়া যায়। মানুষের দৈহিক সত্তাকে একটি পরিবেশের অবস্থানকারী সত্তা হিসাবে ভাবা হয় - এটিই হল মানুষের সান্ত দিকটির 'অভিনবত্ব'। প্রতিনিয়ত পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা এসে মানুষের শান্তদিককে উদ্দীপিত করে এবং প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানায়। এই প্রতিক্রিয়া থেকেই ব্যক্তির চরিত্র, আচরণ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের দ্বারা মানুষের দৈহিক ক্রিয়া নির্ধারিত হয়। রাধাকৃষ্ণণ মানুষের এই দিকটিকে নানা নামে অভিহিত করেছেন। যেমন- প্রকৃতিগত মানুষ, অভিজ্ঞতালব্ধ মানুষ, দৈহিক মানুষ প্রভৃতি। মানুষের এই দৈহিক দিককে ভারতের বহু প্রাচীন গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণ কিন্তু এই মতের সঙ্গে একমত হননি। মানুষের দৈহিক দিককে তিনি আধ্যাত্মিক সত্তার একটি দিক বলেই ভেবেছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষের দৈহিক প্রকৃতিকে বাতিল না করে তাকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে। দৈহিক দিককে তিনি সত্য বলে মনে করতেন, এবং দৈহিক দিক একটি পর্যায় বিশেষ তাকে অতিক্রম করতে হবে। যতক্ষণ মানুষ এই পর্যায়ে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণই এই পর্যায়ের সত্যতা। কিন্তু এটাই মানুষের স্বরূপ বা প্রকৃতি নয়। সান্ত দিককে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক সত্তায় উপনীত হওয়ায় মানুষের একমাত্র লক্ষ্য।[৭]

মানবপ্রকৃতির অসীম বা অনন্ত দিক : রাধাকৃষ্ণণ মনে করতেন এই দিকটাতে মানুষের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে, এবং দিকটাতে মানুষের আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটে। 'আধ্যাত্মিকতা' কথাটির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা খুবই শক্ত। 'আধ্যাত্মিকতা' হল অভিজ্ঞতালব্ধ কোন কিছুর থেকে উচ্চতর। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান বিষয় এবং বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয় এবং বিষয়ীর পার্থক্যকে অতিক্রম করা যায়। আত্ম-চেতনার ক্ষেত্রে যেমন ঘটে থাকে। এখানে বিষয়ী (জ্ঞাতা) নিজের সম্পর্কে সচেতন থাকে, সে নিজে বিষয়ীর জ্ঞানের বিষয়,

এর ফলে বিষয় এবং বিষয়ীর পার্থক্য লুপ্ত হয়। আত্ম-সচেতনতাই হল আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। এই আত্মা-সচেতনতা মানুষকে বেঁধে রাখে। আত্ম-সচেতনতাই মানুষের ভবিষ্যত জীবন নির্ধারণ করে। তিনি মনে করতেন, আত্ম-সচেতনতাই হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

রাধাকৃষ্ণণের মতে, আমরা সবসময়ই নিজের মধ্যে এক ঐশ্বরিক শক্তিকে বহন করি।[৮] এই ঐশ্বরিক শক্তির জন্যই আমরা মহান কাজে লিপ্ত হতে পারি। সমাজের দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। অপরের দুঃখে দুঃখী হয়, অপরের সুখে সুখী হয়, অপরের মঙ্গলের জন্য আমরা নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করতে ভয় পাই না। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সমস্ত ক্রিয়া আমরা করি কেন? দৈহিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই প্রশ্নের উত্তর পাব না। আমরা যখন নিজেদের মধ্যে এক মহামাবনকে অনুভব করি তখন এই সব ক্রিয়াগুলি সম্ভব। প্রতিদিনের আনন্দের অভিজ্ঞতাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন, আবার একজন দেশপ্রেমিক দেশ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন, কারণ এসবই হল মানুষের আধ্যাত্মিক আচরণের জন্য। এছাড়াও প্রতিদিনের আনন্দের অভিজ্ঞতাকে আমরা আধ্যাত্মিক আচরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি। "রাধাকৃষ্ণণ বহু দেশের অনেক মহান ধর্মগুরুর সত্তা লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। গৌতমবুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, জরাথুষ্ট্র, হজরত মহম্মদ এই মহা সাধকরা আমাদের দেখিয়েছেন যে, আমরাও ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা লাভের অধিকারী হতে পারি"।[৯]

মানুষ যে কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ জীব এমন কিন্তু নয়, কারণ মানুষ মোক্ষ লাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কোন বিষয় সম্পর্কে যদি কোন ধারণাই না থাকে, তাহলে সেই বিষয় সম্পর্কে মানুষের কোন আসক্তিই থাকে না। মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষের আধ্যাত্মিকতার দিক বা ঐশ্বরিক দিক। এই ঐশ্বরিক দিকের জন্যই অনৈতিক ব্যক্তি নৈতিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ঐশ্বরিক দিক বা আধ্যাত্মিক দিকের জন্য মানুষ শিল্পীতে পরিণত হয়।

বিবর্তন প্রক্রিয়া যত এগিয়েছে মানুষের আচরণ তত বদলেছে। আদিম যুগে মানুষ অসভ্য ছিল, বর্তমান সভ্য হয়েছে এবং মানুষের আচরণ আগের তুলনায় অনেক বদলেছে। মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথে দেখা গেছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে বিবর্তনের গতি ছিল কম-বেশি যান্ত্রিক রকমের। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণ ও কার্যকলাপ বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলো। বিবর্তন প্রক্রিয়াতে মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। মানুষ যে ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী এটাই তার প্রমাণ। এই আধ্যাত্মিকতাই হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

তথ্যসূত্র :

১। *See 'Introductory note' by Allama Iqbal of 'Secrets of the Self' translated by Nicholson, [The Reconstruction of Religious Thought in Islam by Dr. Muhammad Iqbal, Presented by www.ziaraat.com, p.46...available as pdf. Format from online @ www. www.islamicblessings.com/upload/ReconstructionOfIslamicThought.pdf*

২। "The body is accumulated action or habit of the soul; and as such undetachable from it." (Six Lectures on the Reconstrucction of Religious Thought in Islam, Iqbal, Page-143).

৩। ''To interpret this life as an ego is not to fashion God after the image of man. It is only to accept the simple fact of experience that life is not a formless fluid, but an organizing principle of unity, a synthetic activity which holds together and focalizes the dispersing dispositions of the living organism for a constructive purpose.'' *The Reconstruction of Religious Thought in Islam by Dr. Muhammad Iqbal, Presented by www.ziaraat.com,* page-. 28 *...available as pdf. Format from online@www.www.islamicblessings.com/upload/ReconstructionOfIslamicThought.pdf.*

৪। (I) Three things are perfectly clear from the Qur'an:

(i) That man is the chosen of God:

'Afterwards his Lord chose him [Adam] for himself and turned towards, him, and guided him, (20:122).

(ii) That man, with all his faults, is meant to be the representative of God on earth:

'When thy Lord said to the angels, "Verily I am about to place one in my stead on Earth", they said, 'Wilt Thou place there one who will do ill therein and shed blood, when we celebrate Thy praise and extol Thy holiness?' God said, "Verily I know what you know not", (2:30).

'And it is He Who hath made you His representatives on the Earth, and hath raised some of you above others by various grades, that He may prove you by His gifts' (6:165).

(iii) That man is the trustee of a free personality which he accepted at his peril:

'Verily we proposed to the Heavens, and to the Earth, and to the mountains to receive the "trust", but they refused the burden and they feared to receive it. Man undertook to bear it, but hath proved unjust, senseless!' (33:72). ঐ, পৃষ্ঠা - 42

৫। ঐ, পৃষ্ঠা - 43

৬। "…He is aware that man is a peculiar combination of egoism and self-transcendence,of selfishness and universal love." Conemporary Indian philosophy B. K. Lal. Motilal Banarsidan Publishess. Delhi. Page -272 থেকে উদ্বৃত।

৭। 'Man's inabitiy to achiene perfect contentment in the finite, his unquenchable longing for consummate happiness may be taken as indicative of his supernatural destiny'. P.A. Schilpp. Ed. The Philosophy of Sarvapalli Radhakrishnan, Page -142. F.N)

৮। "…..We bear the Divine spark within ourselves." Contemporary Indian Philosophy. B.K.Lal. Page -279. থেকে উদ্বৃত।

৯। Radhakrishnan is never tired of reterring to the great intuitive experience of the prophets like Jesus, Buddha, Zoroaster and Mohammad and asserts that there ecearly show that we are capable of experiencing the Divine. ঐ, পৃষ্ঠা - 279 থেকে উদ্বৃত।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ - ১৯৯৯।

২। রায়, মণি, মানব ধর্ম, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০০৫।

৩। রায়, তুষারকণা, রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম, সমীর পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৮৫।

৪। রায়, ড. সুনীল, শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্থনে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৭।

৫। লাহিড়ী, আশীষ, রবীন্দ্রনাথ : মানুষের ধর্ম মানুষের বিজ্ঞান, অবভাস, প্রথম প্রকাশ - ২০১০।

৬। Lal, B. K, Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 2002.

৭। Radhakrishnan, S, Indian Philosophy, vol. I & II New York, The Macmillan Co., London: George Allen & Unwin Ltd., 1923.

: Principal Upanisads, Londan, George Allen & Unwin Ltd, 1948.

৮। Dev, Govinda Chandra, The Philosophy of Vivekananda and the Future Man, Ramkrishna Mission, Dacca, Pakisthan, 1963.

৯। Datta, Dhirendra Mohan, The Philosophy of Mahatma Gandhi, University of Calcutta,1968.